# **সাবালকত্ব** আইন, **১৮৭৫**

(১৮৭৫ সনের ৯ নং আইন)

[২রা মার্চ, ১৮৭৫]

## সাবালকত্বের বয়স সম্পর্কিত বিধান সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

**প্রস্তাবনা।**- যেহেতু বাংলাদেশে নিবাসি ব্যক্তিগণের নাবালকত্বের সময় দীর্ঘায়িত করা, এবং সাবালকত্বের বয়স সম্পর্কে অধিকতর সমরূপতা ও নিশ্চয়তা আনয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, স্থানীয় প্রযোজ্যতা, প্রয়োগ ও কার্যকরতা।**- এই আইন সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ নামে অভিহিত হইবে। ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

এবং কেবল উক্তরূপে পাস হইবার তিন মাস অতিক্রান্ত হইবার পর হইতে ইহা বলবৎ ও কার্যকর হইবে।

২। **হেফাজত।**- ইহার কোনো কিছুই প্রভাবিত করিবে না-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কাজ করিবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সক্ষমতা, (যেমন),- বিবাহ, দেনমোহর, তালাক এবং দত্তক;

(খ) বাংলাদেশের যে কোনো শ্রেণির নাগরিকের ধর্ম বা ধর্মীয় রীতি এবং প্রথা পালন; অথবা

(গ) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো ব্যক্তি তাহার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সাবালকত্ব অর্জন করিলে তাহার সক্ষমতা।

৩। **বাংলাদেশে নিবাসি ব্যক্তির সাবালকত্বের বয়স।**- পূর্বোক্ত বিধান সাপেক্ষে, কোনো নাবালক আঠারো বৎসর বয়সে উন্নিত হইবার পূর্বে যদি তাহার ব্যক্তি বা সম্পদ বা উভয়ের জন্য আদালত কর্তৃক কোনো অভিভাবক, [১][দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর তফসিল ১ এর আদেশ ৩২,] এর সংজ্ঞা অনুযায়ী মামলা করিবার জন্য অভিভাবক ব্যতিত, নিয়োগ করা হইয়াছে বা নিয়োগ করাহইবে বা ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং কোনো নাবালক ঐ বয়সে উন্নিত হইবার পূর্বে তাহার সম্পদ তত্ত্বাবধানের জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ড কর্তৃক কোনো অভিভাবক নিয়োগবা সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তাহা হইলে[২][উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫] অথবা অন্যান্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নাবালক যখন একুশ বৎসর পূর্ণ করিবেন তখন তিনি তাহার সাবালকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার পূর্বে নয়।

পূর্বোক্ত বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশে নিবাসি অন্যান্য ব্যক্তি যখন আঠারো বৎসর পূর্ণ করিবেন তখন তিনি তাহার সাবালকত্ব অর্জন করিয়াছেনবলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহার পূর্বে নয়।

৪। **সাবালকত্বের বয়স কিভাবে গণনা করিতে হইবে।**- কোনো ব্যক্তির বয়স গণনা করিবার ক্ষেত্রে, তিনি যে তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই দিনকে সমগ্র দিন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, এবং যদি তিনি ধারা ৩ এর প্রথম

---

ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে,আইনের সর্বত্র, যথাক্রমে,"পাকিস্তান" অথবা "প্রদেশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১ "দেওয়ানি কার্য বিধির ৩য় অধ্যায়" শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "দেওয়ানি কার্য বিধি, ১৯০৮ এর তফসিল ১ এর আদেশ ৩২," শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (১৮৬৫ সনের ১০ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যার পরিবর্তে "উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ এবং ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ৩ ধারা এবং ২য় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহা হইলে উক্ত দিনের একুশতম বার্ষিকীর দিনের শুরুতে, এবং যদি তিনি ধারা ৩ এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহা হইলে উক্ত দিনের আঠারোতম বার্ষিকীর দিনের শুরুতে, তিনি সাবালকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে ।

***উদাহরণসমূহ***

(ক) ক পহেলা জানুয়ারি, ১৯৪৯ সনের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি বাংলাদেশের নিবাসি। কোনো আদালত কর্তৃক তাহার দেহের (person) জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করা হইয়াছে। ক ১৯৭০ সনের পহেলা জানুয়ারি'র শুরুতেসাবালকত্ব অর্জন করেন।

(খ) ক ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সনে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি বাংলাদেশের নিবাসি। কোনো আদালত কর্তৃক তাহার সম্পত্তির জন্য একজন অভিভবক নিয়োগ করা হইয়াছে। ক ১৯৬৯ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি'র শুরুতেসাবালকত্ব অর্জন করেন।

(গ) ক পহেলা জানুয়ারি, ১৯৪৮ সনে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের নিবাসিত্ব অর্জন করেন। কোনো আদালত কর্তৃক তাহার দেহ বা সম্পত্তির জন্য কোনো অভিভবক নিয়োগ করা হয় নাই অথবা তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ড এর তত্ত্বাবধায়নে নাই। ক ১৯৬৬ সনের পহেলা জানুয়ারি'র শুরুতে সাবালকত্ব অর্জন করেন।